



দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক



সংস্করণ

২৮ জুন ২০২৪

www.edainikazadi.net বেঙ্গল, দি-৮-৫৪ ৬৪তম বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ১৪ আখ্য ১৪০১ পাতা ২১ জিলহজ ১৪৪৫ হিজরি

৮ পৃষ্ঠা

৭ টাকা



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পিঠা উৎসবে একটি স্টল পরিদর্শন করছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ভার্সিটির সিএসই বিভাগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কয়েক হাজার বছরের : ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের উদ্যোগে নগরীর হাজারী লেইনস্থ ভবনে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আয়োজন করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার এই উৎসবে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান। দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আহ্বায়ক ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি বলেন, বলা হয়ে থাকে, বাঙালি জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সিএসই বিভাগের আজকের দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব এই পার্বণের অংশ, বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। এ ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। একে রক্ষা করার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আয়োজন করার জন্য সিএসই বিভাগ ও এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। উৎসবে বিভিন্ন রকমের পিঠা ও বিভিন্ন ফল প্রদর্শন করা হয়।

উৎসবে চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশীয় খেলাধুলা, মাটি ও তালপাতার তৈরি শিল্পকর্ম এবং হাতে বানানো গয়না প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল। সিএসই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এতে উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব

নগরীর হাজারী লেইনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের উদ্যোগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব-২০২৪-এর আয়োজন করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার উৎসবের

করেন। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বলা হয়ে থাকে, বাঙালির জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সিএসই বিভাগের আজকের দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব এই পার্বণের



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যান্য

উদ্বোধক ছিলেন প্রধান অতিথি সমাজ-বিজ্ঞানী প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাদ্দিক, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব সাদাত জামান খান। দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আস্থায়ক ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল উৎসবে সভাপতিত্ব

অংশ, বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। সুতরাং সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, যেমন, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইরান, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে প্রয়াসী। উৎসবে চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশীয় খেলাধুলা, মাটি ও তালপাতার তৈরি শিল্পকর্ম এবং হাতে বানানো গয়না প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল। সিএসই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এতে উপস্থিত ছিলেন।-বিজ্ঞপ্তির

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কয়েক হাজার বছরের: অনুপম সেন

নগরীর হাজারী লেইনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের উদ্যোগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব-২০২৪ এর আয়োজন করা হয়। ২৭ জুন সকাল সাড়ে ৯টায় এই উৎসবে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষায় একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান। দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আহ্বায়ক ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বলা হয়ে থাকে- বাঙালি জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সিএসই বিভাগের দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব এই পার্বণের অংশ, বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। সুতরাং সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। তিনি বাঙালির সভ্যতাকে মুখ্যত গ্রামীণ সভ্যতা উল্লেখ করে বলেন, আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগেও বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করতো। বিশ্বের নানা দেশের ৭০/৮০ শতাংশ মানুষও একসময় গ্রামে অর্থাৎ কান্ট্রিসাইডে



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগে পিঠা ও ফল উৎসব

জীবনযাপন করতো। আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচুর লোক শহরে বাস করে। যারা শহরে বাস করে গ্রাম থেকে, গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে তারা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের শহরের ছেলে-মেয়েদের দেখি, তারা গ্রামের ফলমূল প্রভৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। এই উৎসব থেকে সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষি, জনজীবন ও গ্রামের ফলমূল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্জন করবে। আজ সারাবিশ্ব একক সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। এই একক সংস্কৃতির মধ্যেও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ঐশ্বর্যপূর্ণ। একে রক্ষা করার ভার তরণ প্রজন্মের।

উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আয়োজন করার জন্য সিএসই বিভাগ ও এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। উৎসবে নিউটন'স ফুটোলজি, ফুটিসাচ, কায়কোবাদ, সুখ৪০ স্টলে ফলের জুস, ফলের মিষ্টান্ন ও ফলের আচারের, এছাড়া নেমস্তন্ন, চৈতগ্রাম পিঠাকুটির, নকশি স্টলে বিভিন্ন পিঠা ও খাবারের প্রদর্শনী ছিল। সুখ৪০ আম, জাম, জামরুল, লটকন, কাউ, পাইন্যাণ্ডলা, আনারস, কাঁঠাল, তেউয়া, চাপলাইশ কাঁঠাল, পেঁপে ও তরমুজ প্রভৃতি ফল প্রদর্শন করে। পিঠা ও খাবারের মধ্যে ছিল সাজের নাশতা, পাটিসাপটা, মুগপাকন, ঝাল পাকোড়া, শুকনা পিঠা, মিষ্টি, পুলি পিঠা, পায়স, চালের নাড়ু, তালের পিঠা, বাদাম নারকেল নাড়ু, দুধ পুলি পিঠা, কদম পুলি পিঠা, ভাঁপা পুলি পিঠা, চিকেন ঝাল পিঠা, দুধ চিতই, ফির পাটিসাপটা, মধুভাত ও বিনি চালের পিঠা প্রভৃতি।

উৎসবে চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশীয় খেলাধুলা, মাটি ও তালপাতার তৈরি শিল্পকর্ম এবং হাতে বানানো গয়না প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল। সিএসই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি



ঐতিহ্যের গৌরব খুলতে

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

suprabhat.com | esuprabhat.com | facebook.com/suprabhat

8

জুনে ব্যাংকখাত থেকে সরকারের খার বেড়েছে



আজ সারাবিশ্ব একক সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে



ফাইনালে জেতার 'বিশ্বাস' পেয়ে গেছেন মার্করাম



ট্রেনে ধর্ষণ: নারীর নিরাপত্তা কেভাবে
মহানগরীতে সিনেট থেকে ছেড়ে আসা উদ্যম ৪৪০৪০
ট্রেনের ধাক্কাতে বর্ণিত এক অসুখী ধর্ষণের শিকার হন বলে
স্বাক্ষরিত উঠবে।

বিজ্ঞপ্তি • পৃষ্ঠা ২



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবে প্রধান অতিথি উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যান্য

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ফল উৎসব আজ সারাবিশ্ব একক সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে

নগরীর হাজারী লেইনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের উদ্যোগে দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব-২০২৪-এর আয়োজন করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার, সকাল ৯.৩০টায় এই উৎসবে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষায় একশ্রেণী পদকপ্রাপ্ত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাত জামান খান। দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসবের আহ্বায়ক ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহিদ মো. আসিফ ইকবাল উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বলা হয়ে থাকে, বাঙালি জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সিএসই বিভাগের আজকের দেশীয় পিঠা ও ফল উৎসব এই পার্বণের অংশ। বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। সুতরাং সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। তিনি বাঙালির সভ্যতাকে মুখ্যত গ্রামীণ সভ্যতা উল্লেখ করে বলেন, আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগেও বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করতো। বিশ্বের নানা দেশের ৭০/৮০ শতাংশ মানুষও একসময় গ্রামে অর্থাৎ কান্ট্রিসাইডে জীবনযাপন করতো। আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচুর লোক শহরে বাস করে। যারা শহরে বাস করে গ্রাম থেকে, গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে তারা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের শহরের ছেলে-মেয়েদের দেখি, তারা গ্রামের ফলমূল প্রভৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। এই উৎসব

থেকে সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষি, জনজীবন ও গ্রামের ফলমূল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্জন করবে। আজ সারাবিশ্ব একক সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। এই একক সংস্কৃতির মধ্যেও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সারা বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, যেমন, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইরান, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে প্রয়াসী। চীন, ইরান প্রতিবছর তাদের নববর্ষ মহাসমারোহে উদযাপন করে। আমাদের সংস্কৃতির যেসব বৈশিষ্ট্য, যেমন, আমাদের ফলমূল, পিঠা, পরনের পরিধান ইত্যাদির বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে ও তা রক্ষা করতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ঐশ্বর্যপূর্ণ। একে রক্ষা করার ভার তরুণ প্রজন্মের। উৎসবে নিউটন'স ফ্রুটোলজি, ফ্রুটিস্যাচ, কায়কোবাদ, মুখ৪০ স্টলে ফলের জুস, ফলের মিস্ট্রান ও ফলের আচারের, এছাড়া নেমস্তন্ন, চৈতগ্রাম পিঠাকুটির, নকশি স্টলে বিভিন্ন পিঠা ও খাবারের প্রদর্শনী ছিল। মুখ৪০ আম, জাম, জামরুল, লটকন, কাউ, পাইন্যাণ্ডলা, আনারস, কাঁঠাল, চেউয়া, চাপলাইশ কাঁঠাল, পেঁপে ও তরমুজ প্রভৃতি ফল প্রদর্শন করে। পিঠা ও খাবারের মধ্যে ছিল সাজের নাশতা, পাটিসাপটা, মুগপাকন, বাল পাকোড়া, শুকনা পিঠা, মিষ্টি, পুলি পিঠা, পায়োস, চালের নাড়ু, তালের পিঠা, বাদাম নারকেল নাড়ু, দুধ পুলি পিঠা, কদম পুলি পিঠা, ভাপা পুলি পিঠা, চিকেন বাল পিঠা, দুধ চিতই, ক্ষির পাটিসাপটা, মধুভাত ও বিনি চালের পিঠা প্রভৃতি। উৎসবে চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশীয় খেলাধুলা, মাটি ও তালপাতার তৈরি শিল্পকর্ম এবং হাতে বানানো গয়না প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল। সিএসই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এতে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি